দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 MAY 1992
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

আরবী শিক্ষক নিয়োগে বৈষম্য

২৮-৪-৯২ তারিখে একটি দৈনিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে অনিয়ম রয়েছে। কারণ, এসএসসি পাস করে একজন মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য দরখাস্ত করতে পারবে, আর একজন মাদ্রাসার ছাত্র সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কামিল (এমএ) পাস হতে হবে, তাও সহকারী হিসাবে। সাধারণভাবে একজন ছেলে লেবেল ডিগ্রী পাস করে প্রধান শিক্ষকের জন্য দরখাস্ত করতে পারবে। অথচ, একজন মাদ্রাসার ছাত্র মাদ্রাসায় দাখিল ও আলিম শ্রেণীতে স্কুল ও কলেজের সমস্ত বিষয়সহ ইসলামিয়াত এবং কোরআন-হাদীসের জ্ঞানে পারদর্শী হয়। ফাজিল শ্রেণীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পড়ানো হয়, কামিল শ্রেণীতে সম্পূর্ণ এমএ ক্লাসের ন্যায় পাঠদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও কামিল শ্রেণীকে এমএ-এর সম্মান দিয়ে আসছে। এত কষ্ট করে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে এসএসসি পাস মেয়েদের সাথে কর্মক্ষেত্রে মান দেয়া হচ্ছে। উচ্চ বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিএ পাস-এর সমান ধরে ফাজিল পাস ছাত্রদের দরখাস্ত গ্রহণ করা হচ্ছে। আর পঞ্চম শ্রেণীর বই পড়ানোর জন্য কামিল (এমএ পাস) ছাত্রদের দরখাস্ত চাচ্ছেন। এটা মাদ্রাসার ছাত্রদের তিরস্কার বৈ কি। তাই, মাদ্রাসার ছাত্রদের এত অপমান না করে আলিম পাসদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরখাস্ত করার সুযোগ দিয়ে আলেমদের সম্মান করুন।

—মোঃ কবিরুল হাসান